প্রশ্ন- ১১ ঃ মাসিক মদিনার মার্চ'০৩ সংখ্যায় ৩৯ পৃষ্ঠায় ইবনে সামছ ১১ নং দাবী করে লিখেছে- *"মাযারে বাতি দেওয়া কুসংস্কার এবং মাযারে সিজদা করা হারাম। এসব কর্মকান্ড থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য"*। এখন জিজ্ঞাস্য হলো- তার কথা সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ মাযারে বাতি দেওয়া ও সিজদা করার মধ্যে-বাতি দেওয়াকে বলেছে কুসংস্কার এবং সিজদা করাকে বলেছে হারাম। তার কথার ধরনে বুঝা যায়- বাতি দেওয়া কুসংস্কার, কিন্তু বাতি জ্বালানো কৃসংস্কার নয়। আর, মাযারে সিজদা করলে হারাম হবে- জীবিত থাকা অবস্থায় সিজদা করা হারাম নয়। তার গোটা ভাষ্যটাই প্রতারনামূলক।

প্রকৃত মাসআলা হলো- অলী-আল্লাহ্গণের মাযারে বাতি জ্বালানো তাঁদের সম্মানার্থে জায়েয। সিজদা করা শরিয়তে হারাম- চাই জীবিত হোক বা ইনতিকাল প্রাপ্ত হোক। শুধু মাযারকে টার্গেট করা অলী বিদ্বেষের পরিচায়ক।

তবে জীবিত বা ইনতিকাল প্রাপ্ত পিতা-মাতা, পীর, বুযুর্গগণের কদম চুম্বন করা বা মাযারকে চুম্বন করা সাহাবাগণের আমলের দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– হযরত ফাতেমা (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকে চিবুক বা গাল স্থাপন করতেন বলে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। হযরত বেলাল (রাঃ) সিরিয়া হতে এসে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকে মাথা ঘর্ষণ করেছিলেন বলে সহীহ্ সনদে পাওয়া যায়। (শিফাউস সিকাম ও আদিল্লাতু আহলুছ ছুন্নাত– গ্রন্থদ্বয় দেখুন)।

তদুপরি, নবম হিজরীতে আবদুল কায়েছ প্রতিনিধিদল মদিনা মোনাওয়ারায় হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে হুযুরের পবিত্র হাত ও কদম মোবারক চুম্বন করেছিলেন বলে মিশকাত শরীফে উল্লেখ আছে। সুতরাং, ইহা সাহাবীগণের সুন্নাত। যারা উপুর হয়ে কদমবুছিকে না জায়েয অথবা শিরকের সাথে তুলনা করে- তারা অজ্ঞ ও মুর্খ। ইবনে সামছের অবগতির জন্য বলি- মাসিক মদিনার উক্ত মার্চ'০৩ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠায় নযর করে দেখুন- কি

www.sunnibarta.com

লেখা আছে- **"আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) উপুড় হয়ে মায়ের হাত-পা চুমুতে চুমুতে সিক্ত করে দিতে লাগলেন"**। এই কাজটি একজন সাহাবীর- যিনি এজিদের পর মক্কা ও ইরাক শাসন করেছিলেন।

(ক) এবার দেখুন মিশকাত শরীফের কদম চুম্বনের হাদীস।

عَنْ زَرَاعٍ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِالْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থ ঃ আবদুল কায়েছ প্রতিনিধি দলের সদস্য হযরত যিরা (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমাদের প্রতিনিধি দলটি যখন মদিনা মোনাওয়ারায় পৌঁছল- তখন আমরা তাড়াতাড়ি করে আমাদের বাহন থেকে নেমে পড়লাম এবং রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্ত মোবারক এবং কদম মুবারক চুম্বন করতে লাগলাম"। (আবু দাউদ সুত্রে মিশকাত শরীফ মুসাফাহা ও মুয়ানাক্বা অধ্যায় ৪০২ পৃষ্ঠায়)।

কাজেই কদম চুম্বন করা কিংবা মাযার চুম্বন করা- এমন কি, বেখোদ হয়ে কপাল ঘর্ষন করাও জায়েয- যেমন করেছিলেন হযরত বেলাল (রাঃ)। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে নিষেধ করেন নি।

তকিউদ্দিন সুব্কী (রহঃ) সিফাউস সিকাম গ্রন্থে হযরত বেলালের মাথা ও কপাল ঘর্ষন করার বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

فَجَعَلَ (بِلَالٌ) يَبْكِيْ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلٰى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ- "হযরত বেলাল (রাঃ) দীর্ঘদিন পর স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়ে সিরিয়া হতে মদিনায় এসে রওযা মোবারকে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বেখোদ হয়ে রাসুলে পাকের রওযা মোবারকের উপর কপাল ঘষতে লাগলেন"। সাহাবীগণের কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা ওহাবীদের নাজায়েয স্বভাব।

এবার দেখা যাক- ইবনে সামছের প্রথম মাসআলা "মাযারে বাতি দেওয়া নাকি

www.sunnibarta.com

কুসংস্কার"। তার দলীল বিহীন উক্ত দাবী কত অসার- তা আমরা প্রমাণ করবো।

১নং দলীল ঃ মাযারে বাতি দেওয়া ও বাতি জ্বালানো সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামীর ওস্তাদ আল্লামা আবদুল গনি নাবলুসী (রহঃ) "হাদিকাতুন নাদিয়া" গ্রন্থে লিখেন-

اِخْرَاجُ الشَّمْوْعِ اِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَاِتْلَافُ مَالٍ كَذَا فِى الْبَزَّازِيَّةِ- وَهٰذَا اِذَا خَلَا عَنْ فَائِدَةٍ- وَاَمَّا اِذَاكَانَ مَوْضِعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا اَوْعَلٰى طَرِيْقٍ اَوْكَانَ هُنَاكَ اَحَدٌجَالِسٌ اَوْكَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ اَوْعَالِمٍ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا بِرُوْحِهِ الْمُشْرِقَةِ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهٖ كَاِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى الْاَرْضِ اِعْلَامًا لِّلنَّاسِ اَنَّهٗ وَلِيٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهٖ وَيَدْعُوا اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهٗ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ اَمْرٌجَائِزٌ لَامَانِعَ مِنْهُ فَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

অর্থাৎ- "ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়ায় উল্লেখিত মন্তব্য "কবরের নিকট বাতি নিয়ে যাওয়া বিদআত ও অপব্যয়"- ইহা তখনই প্রযোজ্য হবে- যখন বাতি জ্বালানোর মধ্যে কোন ফায়দা না থাকে। কিন্তু যদি কোন ফায়দা থাকে- যেমন (১) কবরস্থানে কোন মসজিদ থাকলে, (২) কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয়, (৩) যদি কোন লোক তথায় বসা থাকে (৪) উক্ত কবর যদি কোন অলী-আল্লাহ্‌র মাযার হয়, (৫) যদি কোন মোহাক্কিক আলেমের কবর হয়, তাহলে বাতি জ্বালানো জায়েয- তাদের পবিত্র আত্মার সম্মানে- যা জগত আলোকময়ী সূর্যের আলোর মতই তাঁদের পবিত্র মাযারকে আলোকিত করে আছে, তাঁরা যে আল্লাহর ওলী এবং তাঁদের দরবারে যে দোয়া কবুল হয় এবং তাঁদের মাযার থেকে যে বরকত লাভ করা উচিৎ- এ কথাগুলো প্রচার করার উদ্দেশ্যে মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয। এতে নিষেধ করার কিছুই নেই। কেননা, নিয়্যাতের উপরই আমলের ফলাফল নির্ভরশীল" (হাদিকা)।

২নং দলীল ঃ মিশরের প্রসিদ্ধ হানাফী মুফতী আল্লামা আবদুল কাদের (রহঃ)

www.sunnibarta.com

রচিত "তাহ্‌রীরুল মোখতার" গ্রন্থের ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত ফতোয়া উল্লেখ আছে-

وَكَذَا (اَمْرُجَائِزٌ) اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِجْلَالِ اَيْضًا- فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ- وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُعِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَّهُمْ وَمُحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ اَيْضًا- لَاَيَنْبَغِى النَّهْىُ عَنْهُ -

অর্থাৎ- আউলিয়ায়ে কেরাম এবং নেককার বান্দাদের মাযারে তাঁদের সম্মানার্থে ঝালরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো সম্পূর্ণ জায়েয। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মহৎ। আর আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মোমবাতি ও জাইতুনের তৈল মানত করাও জায়েয। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদেরকে সম্মান করা ও মহব্বত করা। একাজে বাধা দেয়া বা নিষেধ করা অনুচিত"।

<u>৩নং দলীল ঃ</u> ইরাক, বাইতুল মোকাদ্দাস, মসূল-এর অন্তর্গত আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে অতি মূল্যবান ঝালরবাতি লটকানো হয় এবং বড় বড় মোমবাতি জ্বালানো হয়। মদিনা মোনাওয়ারায় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারকে বিগত ১৩ শত বৎসর ধরে ঝালরবাতি লটকানো হতো ও মোমবাতি জ্বালানো হতো। কিন্তু ইদানিং দুশমনে রাসুল নজদী সউদী সরকার তা বন্ধ করে রওযা মোবারককে অন্ধকার করে রেখেছে- গায়ের জোরে। আল্লাহ্‌ পাক তাদের কবল থেকে মক্‌কা মদিনা শীঘ্র মুক্ত করুন।

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সামছ ওহাবী অনুসারী- তাই বিনা দলীলে মাযারে বাতি দেওয়াকে কুসংস্কার বলে নিজেই কুসংস্কার করেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ **"আমার উম্মত ঐক্যবদ্ধভাবে গোমরাহীর কাজ করতে পারে না"**। মাযারে বাতি জ্বালানো উম্মতের সর্বসম্মত কাজ।

www.sunnibarta.com

সুতরাং, ইবনে সামছ উম্মতের খেলাফ করে নিজেই গোমরাহীর অতলতলে ডুবে আছে।

www.sunnibarta.com